মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার ড্রেন ও রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পাড়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেন ও রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এ কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১.২.৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর দিল আফরোজ জোসনা, নতুন পাড়া জামে মসজিদের সভাপতি তানসেন, পেশ ইমাম আনিসুর রহমান সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড আমার ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ড এর সন্তান আমি । এই ওয়ার্ডের যতগুলো কাজ অসম্পূর্ণ আছে সব কাজগুলোই ঈদের পর থেকে শুরু করবো। এছাড়া পৌরসভা অন্যান্য এলাকায় যে কাজগুলো বাকি রয়েছে সব কাজ দ্রুত করা হবে।

মুজিবনগরে ৩ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউপি মেম্বরের মামলা

প্রথম আলোর সাংবাদিক সামসুজ্জামান শামসকে আটকের জেরে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে যখন নিন্দার ঝড় বইছে ঠিক সেসময়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সংবাদ প্রকাশের জেরে তিন সাংবাদিককের নামে মানহানি মামলা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আব্দুর রাকিব। মামলায় আসামি করা হয়েছে জবাবদিহির মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা, মাথাভাঙ্গার মুজিবনগর প্রতিনিধি শেখ শফি এবং সময়ের সমিকরণের মুজিবনগর প্রতিনিধি সোহাগ মণ্ডলকে।

গত ২৫ মার্চ ঢাকা থেকে প্রকাশিক জবাবদিহি, চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিক মাথাভাঙ্গা ও সময়ের সমিকরণে সাংবাদিকদের নাম ভাঙিয়ে টিসিবি পন্য নিলেন ইউপি সদস্য রাকিব’ শিরোনামসহ ভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদের জের ধরে তিনি ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তিনি এ মামলা করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামীরা মানহানীকর, মান সম্মানহানীকারী ব্যক্তি। তিনি একজন একজন সমাজপতি এবং স্থানীয় ইউ.পি সদস্য এবং তিনটি স্কুলের সহ- সভাপতি। তিনি বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগেরও সভাপতি। এছাড়াও তিনি ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বলে দাবী করেছেন।
তিনি এজাহারে আরো উল্লেখ করেছেন, আসামীরা তার মান সম্মানের ক্ষতি করার জন্য যে কোন সময় যে কোন স্থানে কটূক্তি ও কুরুচি কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে। আসামীরা নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলে চাঁদাবাজী করে এবং নিরীহ লোকজনের মান সম্মানের ক্ষতি করে। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ঢোলমারী ও রতনপুর, বল্লভপুরে ও বাগোয়ান ওবায়দুল ইসলাম (সোনার) আম বাগানে কম মূল্যে টিসিবির মালামাল বিক্রয় করা হচ্ছিল। আমি কখনো টিসিবি’র মালামাল ক্রয় না করা সত্ত্বেও আসামীরা সংবাদ প্রকাশ করে।

যে সংবাদের কারণে মানহানি মামলা তা পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো

মুজিবনগরে সাংবাদিকদের নাম করে টিসিবি’র পণ্য উত্তোলন করেছে ইউপি সদস্য রকিব হোসেন। শুক্রবার সকালে বাগোয়ান গ্রামে টিসিবি পণ্য বিতরন চলাকালীন সময়ে কার্ড না দিয়ে সাংবাদিকদের নাম করে ৫টি পণ্য উত্তোলন করেন তিনি। অথচ সেই পণ্যের বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করা হয়নি। পরে সাংবাদিক সোহাগ মন্ডলসহ অন্যান্য

সাংবাদিকরা সেখানে গেলে সাংবাদিকদের নামে ইউপি সদস্য রকিব হোসেন ৫ জনের জন্য টিসিবি পণ্য নিয়েছেন বলে জানান টিসিবি’র ডিলার রিপন আলী। ইউপি সদস্যের এমন কর্মকান্ডে নিন্দা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। এছাড়ার দীর্ঘ সময় লাইনে দাড়িয়ে থেকেও পণ্য না পাওয়া এবং স্বজনপ্রীতি করে লাইনের বাইরে পণ্য দেওয়ার অভিযোগও অনেকের। অভিযোগ রয়েছে, টিসিবি’র পণ্য নিতে আসা কার্ডধারী নিম্নআয়ের সাধারন মানুষ ভোর রাত থেকে লম্বা দীর্ঘ লাইনে সারাদিন দাড়িয়ে থেকেও পাচ্ছে না একটি পণ্য। যাদের কিনা এই পণ্যটি খুবই প্রয়োজন। বেশি টাকা দিয়ে তেল, চিনি কেনার সক্ষমতা তাদের নেই।

তবুও নিম্নআয়ের ব্যাক্তিদের মিলছে না পণ্য। অথচ পিছন দিক দিয়ে পণ্য পার হচ্ছে অন্যদের হাতে। টিসিবি পণ্য কিনতে আসা নাছিরন নেছা জানান, দোকানে তেল চিনি কিনতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু এখানে সেটা ন্যায্য মূল্যে পাচ্ছি। তবে এখানে পণ্য নিতে এসে সেই ভোর রাত থেকে লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়। তারপরেও কিছু কিছু দিন পণ্য না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। আরেকজন পণ্য ক্রেতা জানান, এর আগেরবার টিসিবি পণ্য নিতে এসেছিলাম। সারাদিন লাইনে দাড়িয়ে থাকার পর পণ্য শেষ হয়ে যাওয়ায় বাসায় চলে গিয়েছিলাম। আজকেও এসেছি, সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়ে আছি। কিন্তু পাশে থেকে মানুষ এসে ২/৩টা করে টিসিবি’র পণ্য নিয়ে যাচ্ছে।

টিসিবি’র পণ্য নিতে আসা কার্ডধারী নিম্নআয়ের সাধারন মানুষ ভোর রাত থেকে লম্বা দীর্ঘ লাইনে সারাদিন দাড়িয়ে থেকেও পাচ্ছে না একটি পণ্য। যাদের কিনা এই পণ্যটি খুবই প্রয়োজন। বেশি টাকা দিয়ে তেল, চিনি কেনার সক্ষমতা তাদের নেই। তবুও নিম্নআয়ের ব্যাক্তিদের মিলছে না পণ্য, অথচ পিছন দিক দিয়ে পন্য পার হচ্ছে অন্যদের হাতে।

টিসিবি’র ডিলার রিপন আলীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, রকিব মেম্বার সাংবাদিকদের নামে ৫টি পণ্য নিয়ে গেছে। পরে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে আসলে তাদের কাছ থেকে জানতে পারি তারা পণ্যের নেওয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না। একজন জনপ্রতিনিধি এধরণের প্রতারণা করে পণ্য নিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

এবিষয়ে জানতে রকিব মেম্বারের ০১৯৭১৯০১২১০ নম্বরে যোগাযোগ করলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

বামন্দীতে গাঁজাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পশুহাট এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

আটককৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে আসলাম উদ্দিন (৪৫) এবং একই গ্রামের রিয়াজুদ্দিনের ছেলে আরশেদ আলী (২৮)।

গাংনী থানাধীন বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল হোসেন জানান, গোপন সংবাদ ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বামন্দী পশুহাট এবং নওদা ছাতিয়ানের মাঝামাঝি এলাকা থেকে দুজনকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আমরা আটক করি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

বামন্দী ইউপির চেয়ারম্যান কমলের সহোযোগিতায় ঢেউটিন পেলেন আব্বাস

পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরের উপর পলিথিন দিয়ে কোনরকম রোদবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বসবাস দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কারণে চেষ্টা করেও ঘরের জীর্ণশীর্ণতা দূর করতে পারেনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবিপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার আব্দুল জলিলের পুত্র আব্বাস আলী।

কাঠফাটা রোদে পুড়ে আর বৃষ্টি বাদলে ভিজে বসবাস। যদি কখনো শিলাবৃষ্টি হয় তবে তো কোন কথায় নেই নতুন করে আবার পাটকাঠির ঘরে দিতে হয় পলিথিনের ছাউনি।

এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটানোর কথা শুনে চলতি মাসের গেল (২১শে মার্চ) তারিখে বামন্দী ইউনিয়নের দেবিপুর দক্ষিণ পাড়ায় আব্বাস আলীর ঘর দেখতে যায় ঐ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল।

নিজ চোখে দেখে আসেন অসুস্থ আব্বাস আলীর দুরবস্থা। আশ্বাস দেন আব্বাস আলীর নতুন ঘর করে দেওয়ার। তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার আব্বাস আলীকে বামন্দী বাজার থেকে ঘর মেরামত করতে প্রয়োজন পরিমাণ ঢেউটিন কিনে দেন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল।

ঢেউটিন পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে আব্বাস আলী বলেন, আমি সংসার জীবনে একসময় স্বচ্ছলতা ছিলো কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধীর কারণে এখন অসহায়ত্বর বোঝা বইতে হচ্ছে। অনেকদিন চেষ্টা করেও পাটকাঠির ঘর পরিবর্তন করতে পারিনি। চেয়ারম্যান জানতে পেয়ে আমাকে ঘর মেরামত করতে টিন কিনে দিলেন এবং সবসময় সহোযোগিতা করার কথা বলেছেন।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, আমার ইউনিয়নে আব্বাস আলীর মতো কোন মানুষ যদি অসহায় অবস্থায় থাকে তবে আমি জানলে তার পাশে সার্বিক সহোযোগিতা নিয়ে দাঁড়াবো।

গাংনীতে সবজির দাম দ্বিগুণ, করলা ও বেগুনে সেঞ্চুরি!

রমজানে ইফতারীর অন্যতম অনুসঙ্গ বেগুনি। আর এটি ছাড়া ইফতার যেন বেমানান। তাই সবজি ব্যবসায়িরাও রমজান মাসটিকে বেশ আশীর্বাদ মনে করে। তবে বেগুন ব্যবসায়িদের জন্য আশীর্বাদ হলেও রমজানে বেগুন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রেতা সাধারনের কাছে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ব্যবসায়িরা বেগুনের দাম হাফ সেঞ্চুরি থেকে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। করলার দাম এখন ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি। অন্যান্য

সবজির দাম ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা বাড়লেও বেগুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। ব্যবসায়িরা বলছে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল তাই দাম বেড়েছে। বাজার মনিটরিংয়ের দাবী ক্রেতা সাধারণের। বেশি দামে কেউ পন্য বিক্রি করলে প্রশাসন আইনী ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানালেও বিক্রেতারা তাদেও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রমজানের ৫ম দিন(২৮মার্চ)মঙ্গলবার মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় বাজার গাংনীর বাজােও গিয়ে দেখা গেছে, রমজানের আগের বেগুন ৪৫ টাকা থেকে বেড়ে এখন ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা, করলা ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা,গাজর ৫০ টাকা থেকে ৭০ টাকা, শসা ৫৫ টাকা থেকে ৭০ টাকা, লেবু ২৫ টাকা হালি থেকে বেড়ে ৪৫ টাকা, কলা এক হালি ২৫ টাকা, পেঁয়াজ ৫০ টাকা আর ঢেঁড়স ৮০ টাকা । ক্রেতারা বলছেন কয়েকদিনের ব্যবধানে সবজির আকাশ চুম্বী দাম। এতে বাজারের আগুণে পুড়ছে ক্রেতাদের পকেট।

গাংনী তহবাজার ও ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা কেন্দ্র বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ইফতারী পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। কয়েকদিনের ব্যবধানে কিছু কিছু পন্যের দ্বিগুণ দাম বেড়েছে। আবার কোনটা বেড়েছে অর্ধেক। তবে করলা, বেগুণ ও শসা খিরার দামে ক্রেতারা দিশেহারা। বেগুন ১০০ টাকা, গাজর ৮০ টাকা, শসা ৭৫ টাকা কেজি দরে, লেবু এক হালি ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকা, পাকা কলা এক হালি ৩০ টাকা, পেঁয়াজ ৬০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, ঢেড়স ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারের চিত্রও পাল্টেছে রমজানের ব্যবধানে। গাংনীর কয়েকটি বাজারে দেখা গেছে খাসির গোস্ত ৮০০ টাকা ৮৫০ টাকা, গরু ৬৫০টাকা, ব্রয়লার ২৫০ টাকা, সোনালী ৩৩০ টাকা, দেশি ৫৫০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে দেখা গেছে, খাসি ৮৫০ টাকা, গরু ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা, ব্রয়লার ২৫০ টাকা থেকে ২৭০ টাকা, সোনালী ৩৫০ টাকা আর দেশি মুরগী বিক্রি হচ্ছে ৫০০টাকা থেকে ৫৫০ টাকা কেজি।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুল্যও বেড়েছে। ছোলার দাম ৬৫ টাকা থেকে ৮০ টাকা, চিনি ১১০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের মুল্য রয়েছে অপরিবর্তীত।

মাঠ পর্যায়ের কৃষক ও বাজারে ক্রেতা সাধারণের সাথে আলাপকালে তারা জানান, প্রতি রমজানে ব্যবসায়িরা সিন্ডিকেট করে দাম বৃদ্ধি করে। এবার নিত্য পণ্যের দাম কিছুটা স্থীতিশীল হলেও সবজি ব্যবসায়িদের পোয়া বারো। তারা এক সপ্তাহ আগে থেকেই কৃষকদের কাছ থেকে অগ্রীম

টাকা দিয়ে বেগুন শসা খিরাসহ অন্যান্য সবজি কিনে রেখেছে। এখন সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত দাম হাঁকছেন। এ সময় বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

গাংনী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মকলেচুর রহমান জানান, রমজান মাসে অন্যান্যবার দাম বাড়লেও এবার নিত্যপণ্যের বাজার স্থীতিশীল। ছোলার দামটা ১০/১৫ টাকা বাড়তি। তবে সবজির দামটা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে যা ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

স্থানীয় সবজি ব্যবসায়িরা বলছেন, প্রতিবারই রমজান মাস আসলে ইফতারী পণ্যের সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে বেগুন শসা খিরা ও করলা এগুলো যেন সোনার হরিণ। চাষিরা ক্ষেত থেকে তুলে এনে আড়ৎ কিংবা ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করলে খুচরা বাজারে দাম কম থাকে। কিন্তু এ সময়টাতে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়িরা সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে চড়া দামে এসব সবজি কিনে নেয়ায় স্থানীয়ভাবেও দাম বেড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগেও খুচরা বাজারে বেগুন বিক্রি হতো মাত্র ২০/২৫ টাকা কেজি। কিন্ত্র এখন আর আগের মতো বেগুন পাওয়া যাচ্ছে না তাই দামও আগুণের মতো। রমজানে করলার তরকারি বেশি জনপ্রিয় হওয়ায় তার দামও বেড়েছে দ্বিগুনেরও বেশি।

সবজি ক্রেতা,মাসুম,শামিম,ও মজনুর রহমান জানান, রমজানের আগে আমাদের স্থানীয় বাজারে দুএকশ

টাকার সবজি কিনলে ব্যাগ ভর্তি হয়ে যেত। যা আমাদের পরিবারের এক সপ্তাহের সবজির চাহিদা পুর্ণ হতো। রমজানের প্রথম দিন থেকে ৫০০ টাকার সবজি কিনেও ব্যাগ ভর্তি হচ্ছেনা। সবজির দামে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। প্রশাসনের লোকেরা বাজার মনিটরিং করতে আসছে ঠিকই কিন্তু সবজির দামতো আর সরকার নির্ধারিত না। যার কোন মুল্য তালিতা টানানো নেই। ব্যবসায়ীরা যা বলছেন তা দিয়েই আমাদের কিনে খেতে হচ্ছে। যা করেই হোক সংসারের চাহিদা মেটাতেই হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দীকা সেতু জানান, রমজান শুরুর পরপর বাজার মনিটরিং শুরু করা হয়েছে। ব্যবসায়িদের সাথে কথা বলা হয়েছে। বেশি দামে পন্য বিক্রি করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সতর্ক করা হয়েছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

বারাদি বীজ উৎপাদন খামারে অনিয়ম দুর্নীতির মহোৎসব

বিছালি বিক্রির টাকা ও সজনে ডাটা বিক্রির টাকা রাজস্ব খাতে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ, অবহেলা জনিত কারণে ৫’শ মনের উপর বীজ আলু পঁচে নষ্ট, অনিয়মিত মৌসুমি শ্রমিকদের নামে তোলা টাকা আত্মসাৎ, সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াতসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসব চলছে মেহেরপুরের বারাদি বীজ উৎপাদন খামারে। আর সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উপ-পরিচালক মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এছাড়া ঠিকমত অফিস না করারও অভিযোগ রয়েছে উপপরিচালকের বিরুদ্ধে।

বিভিন্ন ভাবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত আমন মৌসুমে প্রায় ২২০ একর জমিতে ধানের আবাদ করা হয়েছে বারাদি বীজ উৎপাদন খামারে। প্রতি একর জমির বিছালি বিক্রি করা হয়েছে। খামারের শ্রমিকদের কাছে একর প্রতি বিছালি ৫হাজার টাকায় এবং বাইরের ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকায়। একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে, সব মিলিয়ে প্রায় ৯ লাখ টাকার বিছালি বিক্রি করা হয়েছে। অথচ উপ-পরিচালকের স্বীকারোক্তী অনুযায়ী মাত্র ৫৭ হাজার টাকা সরকারি খাতে জমা দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে এক শ্রমিক জানান, আমরা ১৪০ জন শ্রমিক বিছালি কিনেছি। এর মধ্যে কেউ এক একর, কেই হাফ একর জমির বিছালি কিনেছি। এছাড়া বাইরেও বিক্রি করা হয়েছে। আমাদের কাছে এক একর বাবদ ৫হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে। বাইরে আরো বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে।

খামারের বিভিন্ন অংশে ৭০ থেকে ৮০টি সজনে গাছ রয়েছে। যেখান থেকে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায় সজনে ডাটা বিক্রি করা হয়েছে মেহেরপুরের এক ব্যবসায়ীর কাছে। অথচ সজনের ডাটা বিক্রি বাবদ ৩ হাজার টাকা জমা করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন উপপরিচালক মনিরুজ্জামান।

গেল মৌসুমে বীজের জন্য আলু চাষ করা হয়েছিলো ৪৫ একর জমিতে। সেখান থেকে উৎপাদিত আলু বীজ হিমাগারে রাখার প্রক্রিয়া চলছে। এর

মধ্যে ননসিড গুলো লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে অবহেলা জনিত কারণে প্রায় ৫শ মনের উপর আলু বীজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলো অফিসের পিছনের খামারের বিভিন্ন্ন ঘরে রাখা হয়েছে। রাতের আধারে সেগুলো ফেলে দেওয়া হচ্ছে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে।

খামার সর্দার মিনহাজ উদ্দীনের সাথে কথা হলে তিনি জানান, ৫’শ মনের অধিক আলু পঁচে গেছে। খামারের প্রায় সব ঘরেই পঁচা আলু রাখা আছে। কিভাবে নষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসায় তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শ্রমিক নেতা জানান, প্রায় ২০০ এর অধিক শ্রমিক খামারে কাজ করে। প্রতি শ্রমিকেন দিন হাজিরা ৫শ টাকা। দেখা গেছে, কোনদিন ১০০ শ্রমিকের মজুরি তোলা হলেও দেখা গেছে কাজ করছে হয়তো ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিক। শ্রমিকদের নামে তোলা টাকা শ্রমিক না খাটিয়ে মজুরি আত্মসাৎ করেন ডিডি।

তবে বারাদি বীজ উৎপাদন খামারের উপপরিচালক মনিরুজ্জামান সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এগুলো সঠিক না। তিনি বলেন, মাত্র ৩ হাজার টাকার সজনে ডাটা বিক্রি করা হয়েছে। বিছালি বিক্রি করা হয়েছে ৬০ হাজার টাকার মত। এর মধ্যে ৫৭ হাজার টাকা সরকারি খাতে এবং বাকিটা ভ্যাট বাবদ জমা দেওয়া হয়েছে। আলু পচনশীল বীজ। কোন কারণে কিছু আলু পচে গেছে, যাদের সংস্পর্শে আলু গুলো পচে গেছে। শ্রমিকদের বরাদ্দ দেওয়ার টাকার তালিকা চাইলে তিনি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে লিখিত আবেদন করতে আবেদন করতে বলেন।

মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদিতে প্রায় ৪০০ একর জমি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় বারাদি বীজ উৎপাদন খামার। এখানে প্রতিবছর আমন, বোরো, হাইব্রিড ধান, গম, ভুট্টা ও আলু বীজ উৎপাদন করা হয়। যা দেশের বিভিন্ন এলাকার বীজের চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখে।

(বারাদি বীজ উৎপাদন খামারের দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে মেহেরপুর প্রতিদিনে)

মুজিবনগরে ১৫ ঘন্টার ব্যবধানে ছেলে-মায়ের আত্ম*হত্যা !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে মাত্র ১৫ ঘন্টার ব্যবধানে ছেলে ও মায়ের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ছেলে-মায়ের আত্ম*হত্যার এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আত্ম*হনকারী ছেলে মা উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের রমজান আলীর স্ত্রী বসিরা খাতুন (৪৫) এবং ছেলে রাসেল আহমেদ (১৭) ।

জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জের ধরে সপ্তাহ খানেক আগে তার ছেলে রাসেল আহমেদ বিষ পান করে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় তাকে বুধবার হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। দুপুর ২ টার দিকে তার স্বজনরা তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পথিমধ্যে রাসেলের মৃত্যু হয়। বিকালে ভবের পাড়ায় রাসেলের লাশ পৌছালে তার মা বসিরা খাতুন ছেলের লাশ দেখে বার বার মূর্ছা যান। রাতেই স্থানীয় কবরস্থানে রাসেলর লাশের দাফন সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু একমাত্র ছেলের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে বাড়ির পাশের একটি পুকুর পাড়ের একটি গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে বসিরা খাতুন আত্মহত্যা করেন। সকালে তার লাশ পেয়ে এলাকায় শোকের মাতম বেড়ে যায়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, পৃথক দুটি ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরের মহাজনপুরে যুবলীগ

নেতার হামলায় বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে মান্নান ডাক্তার ও তার ভাই বারিক এর সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় একসপ্তাহ আগে থেকে মনোমালিন্য হয়ে আসছে অভিযুক্ত মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক মিঠুর।

তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে জমিটি নিয়ে মান্নান ডাক্তার ও তার ভাই বারিকের সাথে মিঠুর মনোমালিন্যের পূর্বেও জমির মালিক ছিল তাদের বোনের ছেলে তাপু নামের একজন ব্যক্তি। তাপু জমিটি তার মামাদের রেজিস্ট্রি করে দেয় দুর্ধর্ষ ও প্রভাবশালী মিঠুর সাথে পেরে না উঠে। কিন্তু এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে জমি মাপার পরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

এর মধ্যে আজ বুধবার গেছে বিকেল ৪ টার সময় জমি জায়গার জের ধরে অভিযুক্ত মহাজনপুর গ্রামের রেজাউল আলীর ছেলে আরিফুল হক মিঠু (৩৮) তার ধারালো হাঁসুয়ার এলোপাতাড়ি কোপে মান্নান ডাক্তারের (৭৫) হাতের কব্জি কেটে যায় এবং পেটের ভুড়ি বের হয়ে যায়।

স্থানীয়রা মান্নান ডাক্তার কে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর হসপিটালে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্য চিকিৎসকরা তার প্রাণের আশঙ্কা দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী রেফার্ড করে।

স্থানীয় ওয়ার্ডের মেম্বার ফিদু জানান ঘটনা ঘটার সময় তিনি মহাজনপুর ছিলেন না তবে জমি জায়গা সংক্রান্ত কারণেই এই কোপ মারার ঘটনাটি ঘটেছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

গাংনীতে ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

গাংনীতে ফুটপাত থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদার আব্দুস সামাদ ও মো. বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

আজ বুধবার গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লাহ এ আদেশ আদেশ দেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে, বিজ্ঞ বিচারক প্রতিবেদনে তাদের চাঁদাবাজির সত্যতা পেয়ে এ আদেশ দেন।

আদালতের নির্দেশে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আ: রাজ্জাক। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, গাংনী পৌরসভার মেয়র এবং গাংনী থানা পুলিশ গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনে ইজারাদার মো: আ: সামাদ ও মো: বাবু এর বিরুদ্ধে ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গাংনীর ফুটপাত হকারদের দখলে উল্লেখ করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফুটপাতের হকারদের নিকট থেকে কতিপয় ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয় বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লার নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুটপাত দখলমুক্ত করার আদেশ জারি করেন।

আদেশে গাংনী পৌরসভার মেয়রকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উচ্ছেদ কাজে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং থানার অফিসার ইনচার্জকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে উচ্ছেদের পরে পুনরায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আজ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুধু হাট বারের দুই দিন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা তোলার অনুমোদন থাকলেও ইজারাদাররা প্রতিদিন ফুটপাতের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আজ দুইজন ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

গাংনীর কাজীপুরে জমি নিয়ে বিরোধ প্রতিপক্ষের হামলায় বাবা-ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে শরিকানা জমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবা ও তার ছেলে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন। জখমকৃতরা হলেন-কাজীপুর গ্রামের হাজীপাড়ার মৃত হেকমত আলীর ছেলে আবুল কালাম (৫০) ও তার ছেলে সাগর আলী (১৭)।

তবে অন্যপক্ষের একই পাড়ার আব্দুল খালেক এর স্ত্রী আসমা খাতুন
(৪৫) আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে তার পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কাজীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আহত আবুল কালাম জানায়, কাজীপুর গ্রামের আব্দুল খালেক শরিকানা সোয়া ১ শতক ও ক্রয়কৃত ২শতক জমি মিলে সোয়া ৩শতক জমিতে বসবাস করার জন্য ঘর নির্মাণ করছেন। শরিকদের কাছ থেকে একদাগে জমি বুঝে ও

ক্রয় করে ঘর নির্মাণ করে আসছিলেন খালেক । ইতোমধ্যে ওই দাগের আরো কয়েক শতক জমি অন্যের কাছে গোপনে বিক্রি করেন খালেক। বিক্রি করা জমি ক্রেতাকে বুঝে দেয়ার সময় খালেক এর ভাই আবুল কালাম তাতে বাঁধা দেয়। এসময় খালেক ও তার ছেলেসহ ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে কালাম ও তার ছেলে সাগরকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন। এসময় রক্তাক্ত বাবা- ছেলেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আহত আবুল কালাম আরও জানান,খালেক তার গুন্ডা দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছিলেন। আমি ও আমার ছেলে কোন রকম প্রাণে বেঁচে গিয়েছি । এলাকার কিছু ক্যাডার দ্বারা খালেক জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করছেন।

এদিকে, আহত আবুল কালাম মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আব্দুল খালেক এর পরিবার জানায়,আমাদের শরিকানা জমি বিক্রি করেছি। যার বৈধ্যতা রয়েছে। এবং কালামের লোকজনই আমাদের উপর হামলা করেছে।